12.2. আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার বা IMF — গঠন

(International Monetary Fund বা IMF) : — formation

1944 সালের জুলাই মাসে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ারের ব্রেটন উড্‌স্ নামে একটি স্থানে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের ফলে আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হয়। 44 টি দেশ এই সম্মেলনে যোগ দেয়। সম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল একটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা যা বহুপাক্ষিক বাণিজ্য বিকশিত হতে সাহায্য করবে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটি সুশৃঙ্খল অবস্থা নিয়ে আসবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের

পর বিভিন্ন দেশের অর্থনীতির সমস্যাবলি সমাধান করার জন্য এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপনের জন্য ব্রেটন উড্‌স্ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দুটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি হল আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (IMF) এবং অপরটি হল আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (International Bank for Reconstruction and Development বা সংক্ষেপে World Bank)।

1945 সালে আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার কাজ শুরু করে। আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার যখন প্রথম গঠিত হয় তখন তার সদস্য সংখ্যা ছিল 44. 1996 সালের জুলাই পর্যন্ত IMF-এর সদস্য ছিল 181 টি দেশ। IMF-এর ভিত্তি দুটি মূল স্তম্ভের উপর গঠিত। একটি হল স্থায়ী বিনিময় হার বজায় রাখা এবং অপরটি হল বহুপাক্ষিক ঋণ ব্যবস্থার প্রচলন। IMF-এর সদস্যরা তাদের নিজেদের দেশের মুদ্রার বিনিময় হার স্বর্ণের মাধ্যমে বা কোন গুরুত্বপূর্ণ বৈদেশিক মুদ্রার মাধ্যমে স্থির রাখবে। সাধারণত তারা তাদের মুদ্রার মূল্য 10%-এর বেশি পরিবর্তন করতে পারবে না। যদি কোন দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে ক্রমাগত ঘাটতি হতে থাকে তাহলে সেই দেশ তার মুদ্রার বিনিময় হার 10%-এর বেশি পরিবর্তন করতে পারবে। বিনিময় হারের পরিবর্তন যদি 10%-এর কম হয় তাহলে তাতে IMF আপত্তি করবে না। কিন্তু যদি কোন দেশের মুদ্রার বিনিময় হার 10%-এর বেশি পরিবর্তন করতে হয় তাহলে সেই দেশকে IMF-এর অনুমতি নিতে হবে। অনুমতি দেওয়ার সময় IMF ঐ দেশের আর্থিক এবং রাজস্ব সংক্রান্ত নীতিগুলি পরীক্ষা করে দেখবে। IMF যদি সন্তুষ্ট হয় যে ঐ দেশের লেনদেন ব্যালান্সে একটি মৌলিক ভারসাম্যহীনতা দেখা দিয়েছে তবেই IMF ঐ দেশকে তার মুদ্রার বিনিময় হার 10%-এর বেশি পরিবর্তন করার অনুমতি দেবে। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, বিভিন্ন দেশ তাদের মুদ্রার বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখবে—এটাই IMF-এর ইচ্ছা।

IMF-এর দ্বিতীয় স্তম্ভটি হল বহুপাক্ষিক ঋণের ব্যবস্থা করা। IMF-এর সদস্য প্রতি দেশই IMF-এর কাছে ঋণ গ্রহণ করে লেনদেন ব্যালান্সের ঘাটতি মেটাতে পারে। এই ঋণ হবে স্বল্পকালীন ঋণ এবং শুধুমাত্র বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি মেটানোর জন্যই এই ঋণ ব্যবহার করা যাবে। IMF-এর সদস্য প্রতি রাষ্ট্রের একটি করে কোটা নির্দিষ্ট করা হয়। কোন দেশের কোটার তিনটি তাৎপর্য আছে। **প্রথমত**, কোটার মাধ্যমে স্থির হয় কোন সদস্য দেশ IMF কে কত চাঁদা দেবে। সদস্য রাষ্ট্রকে কোটার 25% স্বর্ণের মাধ্যমে দিতে হয় এবং বাকি 75% সদস্য দেশের নিজের মুদ্রায় দিতে হয়। **দ্বিতীয়ত**, কোটার মাধ্যমে স্থির হয় কোন দেশ IMF-এর কাছ থেকে মোট কত ঋণ পেতে পারে। যে দেশের কোটা বেশি, সেই দেশ IMF-এর কাছে বেশি ঋণ পেতে পারে। অন্যদিকে, যে দেশের কোটা কম সেই দেশ IMF-এর কাছ থেকে কম ঋণ পেতে পারে। **তৃতীয়ত**, কোটার মাধ্যমে কোন দেশের ভোটের মূল্য নির্ধারিত হয়। সকল সদস্য রাষ্ট্রের ভোটের মূল্য সমান নয়। যে সদস্য রাষ্ট্রের কোটা বেশি সেই সদস্য রাষ্ট্রের ভোটের মূল্যও বেশি। অন্যদিকে, যে সদস্যের কোটা কম সেই সদস্যদের ভোটের মূল্যও কম। IMF-এ সবচেয়ে বেশি কোটা আমেরিকার। স্বভাবতই আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডারের সবচেয়ে শক্তিশালী ও প্রভাবশালী সদস্য দেশ হল আমেরিকা।

যখন IMF প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় তখন IMF-এর মোট বন্টিত কোটার পরিমাণ ছিল 8.8 বিলিয়ন মার্কিন ডলার। তার পর থেকে বেশ কয়েকবার কোটার পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। কোটার মোট পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে সদস্য দেশগুলির কোটাও বাড়ানো হয়। 1970-এর দশকের মাঝামাঝি সমস্ত দেশের কোটার যোগফল ছিল 30 বিলিয়ন SDR। (SDR একটি হিসাব নিকাশের মুদ্রা যার মাধ্যমে IMF-এর সমস্ত হিসাব রাখা হয়)। 1994-এর জুলাই মাসের শেষে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কোটা ছিল সব থেকে বেশি—23%। তারপর ছিল ব্রিটেন (9.6%), জার্মানি (5.5%), ফ্রান্স (5.1%), জাপান (4.1%), কানাডা (3.8%) এবং ভারত (3.2%)।

1978 সালের আগে কোন দেশের যা কোটা তার 25% ঐ দেশকে স্বর্ণ অথবা বিদেশি মুদ্রায় IMF-এর কাছে জমা দিতে হত। কোটার বাকি 75% ঐ দেশকে তার নিজের মুদ্রায় জমা দিতে হত। এই অংশটি সদস্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেই একটি পৃথক হিসাব খাতে জমা থাকে। প্রয়োজনবোধে IMF ঐ অর্থ ব্যবহার করতে

পারে। 1978 সালের 1 এপ্রিল থেকে অবশ্য কোন সদস্য দেশকে প্রয়োজনবোধে তার কোটার 25%-এর কম বিদেশি মুদ্রায় জমা দেওয়ার সুবিধা দেওয়া হয়েছে।

12.2.1. IMF-এর সংগঠন ও কাঠামো (Organisation and Structure of the IMF) :

1978 সালের দ্বিতীয় সংশোধনে IMF-এর সংগঠন ও কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়। IMF-এর কাঠামো ত্রিস্তর (Three tier structure) বিশিষ্ট। IMF-এর প্রধান কাঠামো একটি Board of Governors, একটি Executive Board বা Board of Executive Directors এবং একজন Managing Director নিয়ে গঠিত। IMF-এর পরিচালনভার ন্যস্ত Board of Governors-এর হাতে। প্রতি সদস্য রাষ্ট্র একজন করে গভর্নর নিয়োগ করে। বছরে একবার এই বোর্ডের বৈঠক বসে। এই বৈঠকে প্রতিটি গভর্নরের ভোটের মূল্য তার দেশের কোটার অনুপাতের সঙ্গে সমান। সংস্থার দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনা করার জন্য একটি Board of Executive Directors গঠন করা হয়েছে। Executive Directors-এর সংখ্যা 22। তাদের মধ্যে আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্মানি, ফ্রান্স, সৌদি আরব এবং চিনের সদস্যরা হল স্থায়ী সদস্য। বাকি 16 জন Executive Director বিভিন্ন দেশের ভোটে নির্বাচিত হন। সুতরাং নির্বাচিত Executive Director-এর সংখ্যা 16। এরা দু'বছরের জন্য নির্বাচিত হন। Executive Director-রা নিজেদের মধ্যে একজনকে Managing Director নিয়োগ করেন। তিনিই IMF-এর প্রধান কার্যনির্বাহী অফিসার। তিনিই Executive Board-এর সভাপতি। অবশ্য ঐ বোর্ডের সভায় ভোটাভুটি হলে তাঁর ভোট দেওয়ার ক্ষমতা নেই। IMF-এর সদর দফতর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডি.সি.-তে অবস্থিত।

12.2.2. IMF-এর উদ্দেশ্য (Objectives of the IMF) :

নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি নিয়ে IMF প্রতিষ্ঠিত হয় :

(i) আন্তর্জাতিক আর্থিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা,

(ii) বৈদেশিক বিনিময় হারে স্থায়িত্ব আনা এবং প্রতিযোগিতামূলক মুদ্রামূল্যহ্রাস পরিহার করা,

(iii) বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের উপর নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করা এবং বহুপাক্ষিক বিনিময় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা,

(iv) সদস্য দেশগুলির বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি দূর করা,

(v) বৈদেশিক বাণিজ্যের সুষম এবং স্থায়ী প্রসার ঘটিয়ে সদস্য দেশগুলিতে পূর্ণ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা;

(vi) স্বল্পোন্নত দেশে মূলধন গমন বৃদ্ধি করা ; এবং

(vii) সংকটের সময় সদস্য দেশগুলিকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে তাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করা।

আমরা এই উদ্দেশ্যগুলি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

(i) আন্তর্জাতিক আর্থিক সহযোগিতা :

বিভিন্ন দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক আর্থিক সহযোগিতা গড়ে তোলার জন্য IMF গঠিত হয়। বিভিন্ন দেশের মধ্যে এরূপ সহযোগিতা না থাকার জন্যই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আর যাতে কোন বিশ্বযুদ্ধ না দেখা দেয় তার জন্যই আন্তর্জাতিক স্তরে সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে এই সংস্থা গঠিত হয়।

(ii) বৈদেশিক বিনিময় হারে স্থায়িত্ব আনা :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং তার আগে বিভিন্ন দেশ তাদের বিনিময় হারে প্রায়শই পরিবর্তন ঘটাতো। তার ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অনিশ্চয়তার উদ্ভব হত। এর ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বাধাপ্রাপ্ত হত। আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হারে স্থায়িত্ব আনা।

বিনিময় হার পরিবর্তন না করে অন্য ব্যবস্থার মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি মেটানো IMF-এর প্রধান লক্ষ্য।

(iii) বিনিময়ের উপর নিয়ন্ত্রণ হ্রাস ঃ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে প্রায় প্রতিটি দেশই বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের উপর নানাবিধ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করত। এর ফলেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বাধাপ্রাপ্ত হত। এই ধরনের নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করা এবং যাতে অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ঘটতে পারে তার ব্যবস্থা করা IMF এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

(iv) বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি দূর করা ঃ

কোন দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি হলে IMF স্বল্পকালে সেই ঘাটতি পূরণের জন্য ঐ সদস্য দেশকে অর্থ সাহায্য করে থাকে। যদি কোন দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে দীর্ঘকাল ধরে ঘাটতি চলতে থাকে তাহলে সেই ঘাটতি পূরণের জন্য ঐ দেশকে নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ IMF করে থাকে। এইভাবে বিভিন্ন দেশের সুষম অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটানোই আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের প্রধান লক্ষ্য।

(v) বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ঃ

সদস্য দেশগুলির মধ্যে যদি পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ে, তাহলে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে। ফলে প্রত্যেক সদস্য দেশেরই বাজার প্রসারিত হবে। এতে জাতীয় আয় ও কর্মনিয়োগ বাড়বে। সদস্য দেশগুলোর মধ্যে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটানোও IMF-এর বিশেষ উদ্দেশ্য।

(vi) স্বল্পোন্নত দেশে মূলধনের যোগান বৃদ্ধি ঃ

স্বল্পোন্নত দেশে মূলধনের অভাব। IMF স্বল্পোন্নত সদস্য দেশগুলিকে মূলধন সরবরাহ করবে। উন্নত সদস্য দেশগুলিও যাতে স্বল্পোন্নত দেশে বিনিয়োগ করে তার জন্য IMF তাদের মধ্যে বোঝাপড়া বৃদ্ধির চেষ্টা করবে। এতে আর্থিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে।

(vii) সদস্য দেশগুলির আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করা ঃ

বিভিন্ন দেশের মধ্যে বোঝাপড়া এবং সহযোগিতা না থাকায় এবং বিভিন্ন দেশ বৈদেশিক বাণিজ্যে ও বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে নানা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অনিশ্চয়তা দেখা দিত। কোন দেশ সংকটে পড়লে কীভাবে সেই সংকট থেকে সে উদ্ধার পাবে এ সম্পর্কে সন্ত্রস্ত থাকতো। এতে দেশগুলির আত্মবিশ্বাস নষ্ট হত। IMF এরূপ সংকটের সময় সদস্য দেশগুলিকে আর্থিক সাহায্য করবে বলা হল। এভাবে IMF সদস্য দেশগুলির আত্মবিশ্বাস বাড়াতে চেয়েছে।

12.2.3 IMF-এর কার্যাবলি (Functions of the IMF) ঃ

IMF তার বিভিন্ন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নানাবিধ কাজ সম্পাদন করে থাকে। আমরা সংক্ষেপে সেগুলি উল্লেখ করছি।

(i) IMF আন্তর্জাতিক আর্থিক সহযোগিতা বৃদ্ধির চেষ্টা করে।

(ii) ইহা সদস্য দেশগুলির লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতি দূর করার জন্য আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকে।

(vii) IMF মুদ্রা বিনিময়ের মূল্যের স্থায়িত্ব রক্ষার চেষ্টা করে। সদস্য দেশগুলি যাতে প্রতিযোগিতামূলক মুদ্রামূল্যহ্রাস (competitive exchange depreciation) না করে সেই মর্মে IMF তাদের নির্দেশ দেয়।

(iv) সদস্য দেশ কর্তৃক আরোপিত আমদানি শুল্ক এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক নিয়ন্ত্রণ কমানো IMF-এর অন্য একটি বড় লক্ষ্য। সদস্য দেশগুলি এ ব্যাপারে কী নীতি গ্রহণ করছে সে দিকে IMF লক্ষ রাখে।

(v) সদস্য দেশগুলিকে IMF আর্থিক ও রাজস্ব নীতির বিষয়ে নানা টেকনিক্যাল পরামর্শ দিয়ে থাকে। সদস্য দেশগুলিতে এ সমস্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকদের IMF উপযুক্ত ট্রেনিং-ও দিয়ে থাকে।

(vi) যে সমস্ত সদস্য দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যালান্সে ঘাটতি রয়েছে বা যে দেশগুলো বৈদেশিক বাণিজ্যে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে, সে সমস্ত দেশে দক্ষ কর্মী পাঠিয়েও IMF সাহায্য করে।

(vii) আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা চালায় এবং সেই সমস্ত গবেষণার ফলাফল পুস্তিকা বা বুলেটিন আকারে প্রকাশ করে।

এসমস্ত কাজের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল সদস্য দেশকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া অর্থাৎ ঋণ প্রদান করা। কোটার মাধ্যমে কোন দেশ IMF-এর কাছ থেকে কতটা ঋণ পেতে পারে তা স্থির হয়। IMF-এর সাধারণ হিসাব খাত (general account) থেকে কোন সদস্য যে পরিমাণ অর্থ ধার করতে পারে তাকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এর এক একটি ভাগকে একটি অংশ (Tranche) বলা হয়। কোন দেশের যা কোটা তার 125% পর্যন্ত ঐ দেশ IMF-এর সাধারণ হিসাব খাত থেকে ঋণ হিসাবে পেতে পারে। এর প্রথম 25% কে বলা হয় ঐ দেশের স্বর্ণ অংশ (Gold tranche)। তার পরের 25% কে বলা হয় দ্বিতীয় ঋণ অংশ (Second credit tranche) ইত্যাদি। এইভাবে চারটি ঋণ অংশ রয়েছে। কোন দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি দেখা দিলে সেই দেশ IMF-এর কাছ থেকে স্বল্পকালীন ঋণ গ্রহণ করে। স্বল্পকালীন ঋণ গ্রহণ করার সময় যদি ঋণের পরিমাণ স্বর্ণ অংশের সমান বা তার থেকে কম হয় তাহলে সেই ঋণ সঙ্গে সঙ্গে ঐ দেশ পায়। যদি ঋণের পরিমাণ প্রথম ঋণ অংশ পর্যন্ত হয় তাও IMF সহজেই দিয়ে দেয়। কিন্তু কোন দেশ যদি তার থেকে বেশি ঋণ IMF-এর কাছ থেকে নিতে চায় তাহলে IMF ঋণ গ্রহীতা দেশের উপর কতকগুলি শর্ত আরোপ করে। গৃহীত ঋণের পরিমাণ যত বেশি হবে IMF কর্তৃক আরোপিত শর্তগুলিও তত কঠোর হবে। এই শর্তগুলি মূলত ঐ দেশের আর্থিক ও রাজস্ব সংক্রান্ত নীতির উপর আরোপিত হয়। যাতে দেশটি ব্যয় পরিবর্তন সংক্রান্ত নীতি (Expenditure switching policy) অধিকভাবে গ্রহণ করে বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি মেটাতে সচেষ্ট হয় সেই উদ্দেশ্যেই এই শর্তগুলি আরোপ করা হয়। যখন IMF কোন সদস্যকে ঋণ দেয় তখন প্রকৃতপক্ষে IMF ঐ সদস্যের অর্থ গ্রহণ করে এবং সদস্যকে অন্য দেশের অর্থ দেয়। এইভাবে IMF যখন ঋণ দেয় তখন IMF প্রকৃতপক্ষে ঋণ গ্রহণকারী দেশকে তার মুদ্রার বিনিময়ে অন্য দেশের মুদ্রা দেয়। ঐ মুদ্রা দিয়ে ঋণ গ্রহণকারী দেশটি তার বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন মেটাতে পারে। ঋণ গ্রহীতা দেশকে তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে ঋণ শোধ দিতে হবে এবং ঋণের জন্য সুদ দিতে হবে। ঋণ পাওয়ার জন্য সদস্য দেশটির IMF কে বোঝাতে হবে যে তার লেনদেন ব্যালান্সের সমস্যা একটি সাময়িক সমস্যা এবং স্বল্পকালের মধ্যেই এই সমস্যার সুরাহা হবে।

ঋণ প্রদানের জন্য বিভিন্ন প্রকারের ব্যবস্থা (Scheme) আছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল Stand-by Facility, Extended Fund Facility, Compensatory and Contingency Financing Facility প্রভৃতি। 1970-এর দশকে উপসাগরীয় যুদ্ধের জন্য যে তেল সংকট দেখা দিয়েছিল সেই সংকট মেটানোর জন্য IMF সদস্য দেশগুলিকে অর্থ সাহায্য করেছে। আবার যে সব দেশ প্রচণ্ডভাবে ঋণী তারা Structural Adjustment Facility অনুযায়ী ঋণ পাওয়ার যোগ্য। 1990-এর দশকে ভারত এই সুবিধা অনুযায়ী IMF-এর কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করেছে।

তবে এগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল টাকা তোলার বিশেষ অধিকার বা Special Drawing Rights (SDR)। 1970 সালে ইহা চালু হয়। SDR হল IMF-এর হিসাব নিকাশের অর্থ। IMF সময় সময় এই অর্থ সৃষ্টি করে এবং সদস্যদের মধ্যে কোটার ভিত্তিতে তা বণ্টন করে। SDR সকল সদস্য দেশই গ্রহণ করে। এই SDR প্রবর্তন করে IMF আন্তর্জাতিক লেনদেনের মাধ্যমের যোগান বহুগুণ বাড়াতে সমর্থ হয়েছে। এর দ্বারা সদস্য দেশগুলোর, বিশেষত স্বল্পোন্নত দেশগুলোর, আন্তর্জাতিক তারল্যের সমস্যা IMF অনেকটা দূর করতে পেরেছে।

IMF-এর অপর একটি কাজ কারিগরি সহায়তা ও ট্রেনিং প্রদান। কারিগরি সহায়তা নানাভাবে দেওয়া হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সদস্য দেশগুলির সমস্যা নিয়ে বাৎসরিক আলোচনা, আর্থিক ও রাজস্ব সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নে সহায়তা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সহায়তা প্রভৃতি। এছাড়া IMF তার সদস্য দেশগুলির অফিসারদের বিভিন্ন বিষয়ে ট্রেনিং দিয়ে থাকে। এই উদ্দেশ্যে ওয়াশিংটনে IMF Institute প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।